প্রথম আলো

তারিখ 30 JUL 2015
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ২

আলোচনা সভায় বক্তারা

নকল বইয়ে সংকটে প্রকাশনাশিল্প

নিজস্ব প্রতিবেদক ●

নকল বইয়ের কারণে বাংলাদেশের প্রকাশনাশিল্প এখন ভয়াবহ সংকটে পড়েছে বলে জানিয়েছে বাংলাদেশ জ্ঞান ও সৃজনশীল প্রকাশক সমিতি। সমস্যা সমাধানে সরকার ও প্রশাসনসহ সংশ্লিষ্টদের কার্যকর ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানিয়েছে সমিতি।

গতকাল বুধবার জাতীয় প্রেসক্লাবে 'বুক পাইরেসি : বাংলাদেশ ও আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপট' শীর্ষক আলোচনা সভায় এই দাবি জানানো হয়।

অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি সংস্কৃতিমন্ত্রী আসাদুজ্জামান নূর বলেন, 'কেবল প্রকাশনাশিল্প নয়, সব ক্ষেত্রেই পাইরেসি বন্ধে কাজ করছে বর্তমান সরকার। ইতিমধ্যে সংগীতশিল্পীরা একটি সংগঠন করেছেন এবং আমরা তার অনুমোদন দিয়েছি। সৃজনশীল যেকোনো পেশার ক্ষেত্রে এমন সংগঠন যারা নকল বন্ধে কাজ করতে চায়, আমরা তাদের অনুমোদন দেব।'

সংস্কৃতিমন্ত্রী বলেন, প্রত্নতত্ত্ব, প্রকাশনা—এই কাজগুলো করতে দক্ষ জনবলের প্রয়োজন। কিন্তু সেটির সংকট আছে। তবে এ ব্যাপারে সবার সচেতনতা দরকার। নৈতিকতাও গুরুত্বপূর্ণ। নকল করা যেমন খারাপ, নকল বই পড়াকেও সেভাবে দেখা উচিত। কেবল ঢাকা নয়, ঢাকার বাইরেও নকল বন্ধে কাজ করতে হবে।

অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন পুলিশের মহাপরিদর্শক এ কে এম শহীদুল হক। তিনি বলেন, প্রকাশনাশিল্পের নকল বন্ধে যে আইনটি আছে, সেটি দুর্বল। আর অনেকেই এখনো বই নকল করাকে অপরাধ মনে করে না। এই মানসিকতা বদলাতে হবে। যারা ক্ষতিগ্রস্ত, সেই বইয়ের লেখক বা প্রকাশকদেরই সবচেয়ে বেশি উদ্যোগ নিতে হবে। এ ক্ষেত্রে পুলিশ আপনাদের সব ধরনের সহযোগিতা করবে।

সভায় সভাপতিত্ব করেন সমিতির সভাপতি ওসমান গনি। তিনি বলেন, সরকার ও পুলিশ—সবার সহযোগিতা পেলে নকল বই বন্ধ করা যাবে। জ্ঞানভিত্তিক সমাজ গঠনের জন্য এটি জরুরি বলেও মত দেন তিনি।

অনুষ্ঠানে আরও বক্তব্য দেন ইন্টেলেকচুয়াল প্রপার্টি অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশের (আইপিএবি) মহাপরিচালক আজিজুর রহমান, সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম সচিব ও অ্যান্টি পাইরেসি টাস্কফোর্সের আহ্বায়ক মনজুরুর রহমান, সমিতির সহসভাপতি মাজহারুল ইসলাম, সাবেক সভাপতি মহিউদ্দিন আহমেদ, তথ্যপ্রযুক্তিবিদ মোস্তাফা জব্বার প্রমুখ।

এর আগে সভায় মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন সমিতির পরিচালক কামরুল হাসান। তিনি বলেন, নকল বইয়ের কারণে প্রকাশক ও লেখকেরা ভয়াবহভাবে ক্ষতিগ্রস্ত। শুধু ছাপার অক্ষরেই নকল হচ্ছে না, অনলাইনে ডিজিটাল সংস্করণের বই এখন হাতের নাগালে। কিন্তু প্রকাশক ও লেখকদের কাছ থেকে এ ক্ষেত্রে কোনো অনুমতি নেওয়া হচ্ছে না। এভাবে চলতে থাকলে জাতি মেধাশূন্য হয়ে যাবে।

কামরুল হাসান নকল বইয়ের জন্য পাঁচটি সমস্যা চিহ্নিত করেন। এগুলো হলো প্রকাশনাশিল্পের সঙ্গে জড়িতদের অসচেতনতা, প্রচলিত আইন সম্পর্কে অজ্ঞতা, স্বল্পমূল্যের কারণে পাঠকের কাছে নকল বইয়ের জনপ্রিয়তা, নকলকারীদের শক্ত নেটওয়ার্ক এবং প্রচারণার অভাব।

সমস্যার সমাধানে আইনে শাস্তির বিধান বাড়ানো, প্রকাশনাশিল্পের সমস্যা দূর করা, ওয়েবসাইটগুলোর ওপর নজরদারি, জনসচেতনতাসহ বিভিন্ন সুপারিশ তুলে ধরেন কামরুল হাসান।